"চন্দ্রকেতুগড় - এক হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা"

অনামিকা সাহু[১], দীপাঞ্জনা দাশ[২] এবং মনোরঞ্জন পড়ুয়া[৩]

বি.এড. বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১]sahuanamika.13.sa@gmail.com [২]diyadas03031992@gmail.com [৩]manoranjanparua1983@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসম্পন্ন চন্দ্রকেতূগড় বর্তমানের একটি হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা। এই জায়গা একসময় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপার নিকট দেগঙ্গা থানার অধীনে কলকাতার প্রায় ৩৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এটি দেউলিয়া, বেড়াচাঁপা, সিংহেরাতি, হাদিপুর ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে গঠিত। স্থানটির বিশেষত্ব আলোকপাত করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমি, খনা-মিহিরের ঢিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ও আরও অন্যান্য বিষয়ে ধারণালাভ করতে পারি। ইতিহাসকে খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায় পূর্ব-মৌর্য যুগে প্রথম এই স্থানের তাৎপর্যতা আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে এ.এইচ.লংহাস্ট প্রথম চন্দ্রকেতুগড় পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন, 'This was one of the earliest settlement in lower Bengal.' তারপর সময়ের সাথে সাথে খননকার্যও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এইভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস উদঘাটন হতে থাকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে খনন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে চন্দ্রকেতুগড় আবিস্কারের প্রাণপুরুষ বলতে আমরা শ্রী দিলীপ কুমার মৈতে-র কথা স্মরণ করতে পারি। যিনি এই সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে তা চন্দ্রকেতুগড় জাদুগরে প্রদর্শিত হয়েছিল। সংগ্রহের মধ্যে ছিল মৃৎশিল্পের তৈরি নানান জিনিসপত্র, দেব-দেবীর মূর্তি, মহিলা প্রতীক, পুতুল-খেলনা, প্রণয়পূর্ণ প্রতীক, প্রাণি-প্রতীক, মূদ্রা ইত্যাদি। এই স্থানের তাৎপর্যতা হল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পোড়ামাটির সম্ভারকে উপস্থাপন করা। শুঙ্গ পোড়ামাটির কিছুটা বিকশিত রুপকে এই সভ্যতা উপস্থাপন করেছিল। একসময় আন্তর্জাতিক বানিজ্য সম্পন্ন জায়গাটি অবহেলার স্বীকারে এখন নিখোঁজ হওয়া স্থান। তাই স্থানীয় ও সরকার একজোট হয়ে চন্দ্রকেতুগড়কে পুনরায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটনশীল সভ্যতা রুপে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ। কারণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা আমাদের আমৃত্যু কাম্য।

সূচক শব্দ : চন্দ্রকেতুগড়, খনা-মিহিরের ঢিপি, পূর্ব-মৌর্য যুগ, প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য

ভূমিকা

পুরানো সংস্কৃতি প্রাচীন সভ্যতার অন্তর্গত। যেমন, শিল্পকর্ম, গ্রন্থ, দলিল, মুদ্রা ইত্যাদি। পুরানো সংস্কৃতি অদ্বিতীয় এবং মনুষ্যজাতি দ্বারা সংরক্ষিত। আমাদের দেশের কিছু পুরানো নির্বাচিত অংশ যেমন-কুতুবমিনার, তাজমহল, কোনারকের সূর্যমন্দির, গৌড়ের স্থাপত্য, বাঁকুড়ার পোড়ামাটি ইত্যাদি। চন্দ্রকেতুগড়ও এগুলির মধ্যে একটি। এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি

অনন্য ও অপরিবর্তনীয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নিদর্শনগুলি মনুষ্যজাতির দ্বারা প্রতিনিয়ত সংগ্রহশালয় সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক নিদর্শন কোন সমাজে আন্তঃজন্মগতভাবে উৎপাদিত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রেরিত বাস্তব দিকগুলিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পসম্মত সৃষ্টি। নির্মিত নিদর্শন শুধু ইমারত এবং স্মৃতিসৌধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে মানব সৃজনশীলতার অন্যান্য বাস্তব সৃষ্টি যেমন-পোড়ামাটির সম্ভার, চিত্রকলা, বিভিন্ন মূর্তি, শিল্পকর্ম, মুদ্রা ইত্যাদি সমাজে সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রেরণ করে চলেছে। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত শিল্প নিদর্শনের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট যে, মৌর্য থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত নদীবিধৌত এই প্রত্নস্থলের প্রধান শিল্প মাধ্যম ছিল ছাঁচ নির্মিত পোড়ামাটির সামগ্রী। সার্বিক বিবেচনায় এ শিল্পটি শিল্পরীতিতে ৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে গাঙ্গেয় ভারতের শিল্পকলার নিদর্শনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়। এগুলির বিস্ময়কর বিষয় বৈচিত্র্য ওই অঞ্চলের শিল্পরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। শুঙ্গ যুগে ছাঁচের ব্যবহার শুরু হয়; কুষাণ যুগে 'ডবল ছাঁচের' প্রচলন ঘটে।

উদ্দেশ্য

১. চন্দ্রকেতুগড় সভ্যতার ঐতিহাসিক পটভূমিমূলক আলোচনা করতে পারব।

২. সভ্যতার অভ্যন্তরে খনা-মিহিরের ঢিপি প্রসঙ্গে ধারণালাভ হবে।

৩. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত ঘটবে।

৪. সভ্যতার বর্তমান প্রাসঙ্গিক ধারণা সম্পর্কে জানতে পারব।

৫. চন্দ্রকেতুগড় ও তার বৈচিত্র্যমণ্ডিত নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে।

চন্দ্রকেতুগড়

চন্দ্রকেতুগড় একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। চন্দ্রকেতুগড়ের হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা একটি ছদ্মবেশী। সভ্যতাটি প্রতি পরতে পরতে প্রাচীন সংস্কৃতির বার্তা বহন করে। খুব প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গার মধ্যে যেটি পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ঘটাতে পারে, সে গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান হল - এই চন্দ্রকেতুগড়। যেটি দেগঙ্গা থানার অধীনে কলকাতার ৩৭ কিলোমিটার বা ২৩ মাইল উত্তর-পূর্বে বিদ্যাধরী নদী পার্শ্ববর্তি সভ্যতা। স্থানটি চব্বিশপরগনার বেড়াচাঁপায় অবস্থিত এবং পুরানো গঙ্গারিদিই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হাড়োয়া, দেবালয়, হাদিপুর, শানপুকুর, ঝিকিরা ইত্যাদি জায়গাগুলি প্রাচীন বাংলার ধ্বংসাবশেষ তৈরি করেছে। অর্থাৎ জায়গাটি ৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এবং দেউলিয়া বা দেবালয়, বেড়াচাঁপা সিংহেরাতি, হাদিপুর, শানপুকুর, ঝিকিরা ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এটি নিম্ন বঙ্গের সবথেকে পুরাতন সভ্যতা। চন্দ্রকেতুগড় প্রসঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার করাহয়েছিল এটি উপকূলবর্তী স্মৃতিপট স্থান। এছাড়া, ঐতিহাসিক পাঠগত প্রমাণ অর্জন করে বলা যায় যে, স্থানটি ভারত ও পূর্ব-পশ্চিম এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। কিংবদন্তি রাজা চন্দ্রকেতুর নামে এই স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। তিনি একটি বিতর্কিত চরিত্র। এটা প্রমানিত যে, এই স্থানটি ব্যবসার জন্য কয়েকটি রাজবংশ যেমন-মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, পাল, সেন ইত্যাদিরা ছিল। ১৯০৯ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই জায়গাটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে এই স্থানের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ মিউজিয়াম এর অধীনে

চন্দ্রকেতুগড় খনন করা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ এ.ডি. পর্যন্ত, যা সাংস্কৃতিক অবশেষের ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে। ডক্টর গৌরীশংকর দে বলেছেন যে, মহাস্থানগড় যেটি এখন বাংলাদেশ, এবং বাণগড় যেটি এখন মালদায়, এগুলি প্রাচীন বঙ্গের সাময়িক সভ্যতা।

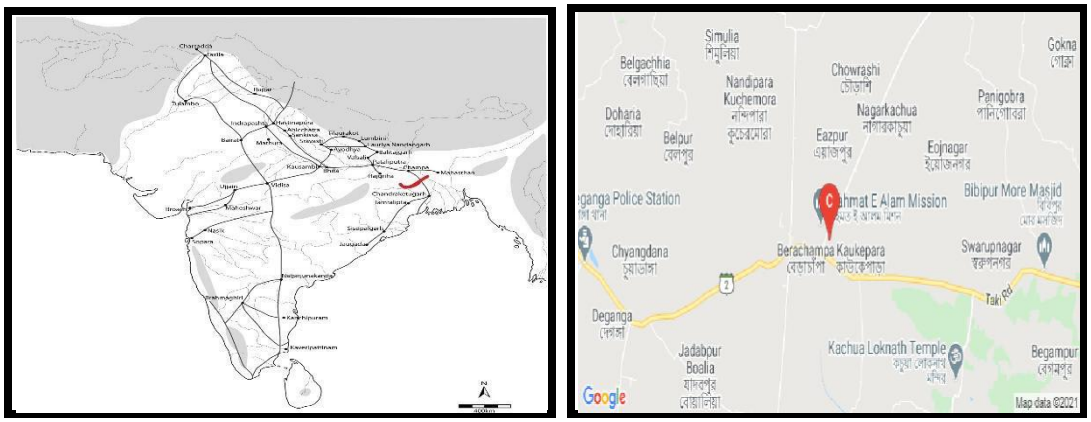

চিত্র ১ (ক) – চন্দ্রকেতুগড়ের ম্যাপ

চিত্র ১ (খ) – চন্দ্রকেতুগড় পরিদর্শন

ঐতিহাসিক পটভূমি

চন্দ্রকেতুগড়কে প্রাচীন রাজ্য গঙ্গারিডি এর অংশ বলে মনে করা হয় যা টলেমি প্রথম বর্ণনা করেছিলেন। চন্দ্রকেতুগড়ের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব-মৌর্য যুগে এসেছিল। নিদর্শনগুলি সূচিত করে যে গুপ্ত সময়কালে এবং অবশেষে পাল-সেন যুগে ও শুঙ্গ-কুশান সময়কালে চন্দ্রকেতুগড়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস শুরু হয় ও তা বিকাশ লাভ করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে চন্দ্রকেতুগড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী ছিল। একটি উঁচু ঘেরা প্রাচীর,একটি দুর্গ এবং শাবক দিয়ে এটি পূর্ণ ছিল। বাসিন্দারা বিভিন্ন কারুশিল্প এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে জড়িত ছিল। যদিও মানুষের ধর্মীয় প্রবণতা অস্পষ্ট, ভবিষ্যতে কিছু ধর্মীয় প্রারম্ভের ইঙ্গিত নিদর্শনগুলিতে দেখা যায়। কিছু মৃৎশিল্প খারোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী লিপির শিলালিপি বহন করে। চন্দ্রকেতুগড় প্রথম ১৯০৬ সালে এ.এইচ লংহার্স্ট দেখেছিলেন।তিনি প্রাথমিকভাবে ঐতিহাসিক মৃৎশিল্প এবং ইট উদ্ধার করেছিলেন। এর পরে স্থানটি বেশ কয়েকবার অনুসন্ধান করেছিলেন আর ডি ডি ব্যানার্জি, কে.ডি দত্ত, পি.সি. দাশগুপ্ত

ও ডি.পি. ঘোষ যথাক্রমে। চন্দ্রকেতুগড় পৃষ্ঠতল অনুসন্ধানে সমৃদ্ধ ছিল এবং ১১ বছর ধরে এটি খনন করা হয়েছিল।খননকাজ পরিচালনা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, প্রথমে ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬২-১৯৬৩ পর্যন্ত শ্রী কে.জি. গোস্বামির অধীনে এবং ১৯৬১-১৯৬২ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত শ্রী সি.আর. রায়চৌধুরীর অধীনে এবং যৌথভাবে শ্রী ডি.পি. ঘোষ এবং শ্রী সি.আর রায়চৌধুরীর অধীনে ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত| চন্দ্রকেতুগড়, খনা-মিহিরের ধিপি, ইটাখোলা, নুঙ্গোলা, হাদিপুর নামে মোট পাঁচটি ঢিপি খনন করা হয়েছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব থেকে প্রকাশিত খনন প্রতিবেদন, পরে বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা প্রকাশিত একটি পর্যালোচনা নিবন্ধসমূহ এবং এনামুল হক (১৯৯৬) দ্বারা প্রদত্ত সাংস্কৃতিক সময়ের একটি বিভাজন নিচে উদ্ধৃত করা হয়েছে :

প্রথম পর্ব : প্রাক-মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দ)
দ্বিতীয় পর্ব : মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২০০ অব্দ)
তৃতীয় পর্ব : শুঙ্গ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০-৫০ অব্দ)
চতুর্থ পর্ব : কুশান (৫০ খ্রিস্টপূর্ব-৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)
পঞ্চম পর্ব : গুপ্ত (৩০০ খ্রিস্টপূর্ব -৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
ষষ্ঠ পর্ব : গুপ্ত-পরবর্তী (৫০০ খ্রিস্টপূর্ব -৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
সপ্তম পর্ব : পাল-চন্দ্র-সেন (৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব -১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রথম বছরে উৎখননে দূর্গ-নগরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় নগরায়ণের সমসাময়িক প্রাক-মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দ) থেকে গুপ্তযুগের পাঁচটি অধিবসতি স্তর আবিষ্কৃত হয়। উৎখননের দ্বিতীয় বছরে 'খনা-মিহিরের ঢিপি' তে প্রাক-গুপ্তযুগ থেকে পাল-পরবর্তী যুগ পর্যন্ত প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকেই গুপ্তযুগের উত্তরমুখী মন্দির ও মন্দিরগুচ্ছের বিভিন্ন অংশ এবং সাতটি অধিবসতি স্তরের সন্ধান মেলে (প্রাক-মৌর্য, মৌর্য যুগ, মৌর্য-পরবর্তী অর্থাৎ শুঙ্গ যুগ, কুষাণ যুগ, গুপ্তযুগ, গুপ্তযুগের শেষ ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগ)। চতুর্থ বছরে ইটাখোলা ঢিপি খনন করা হয় (এখানে প্রাক-মৌর্য ও কুষাণ যুগের অধিবসতি স্তরের হদিশ মেলে, কিন্তু মৌর্য স্তরেই এর উদ্ঘাটন হয় ভূগর্ভস্থ পোড়ামাটির নলের পয়ঃপ্রণালী)। ১৯৬৫-৬৬সালে নুনগোলায় উৎখনন হয়। ১৯৬৭-ম৭ সালে আনুমানিক ৬৮-৮ম শতকের মন্দিরসহ মৌর্য ও কুষাণ যুগের প্রত্নবস্তুও পাওয়া গিয়েছিল।

১) প্রথম স্তর

প্রথম পর্বটি প্রাক্-'উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র' পর্যায়ের স্তরকে নির্দেশ করে।

২) দ্বিতীয় স্তর

৪০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ঘোষণা করে দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিদর্শনাবলির মধ্যে লম্বা গলার লাল মৃৎপাত্র, কানাবিহীন বড় গোলাকার পেয়ালা ও বাটিকা, কালো, সোনালি এবং বেগুনী রং-এর উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, ধূসর রং-এর সাধারণ মৃৎপাত্রের টুকরা, তামার তৈরি চোখে সুরমা লাগাবার দণ্ড (Antimony rod), ও হাতির দাঁতের সামগ্রীর খণ্ড, ছাপাঙ্কিত তাম্র মুদ্রা, লিপিবিহীন ছাঁচে ঢালা ও বিরল বিলন তাম্র মুদ্রা, এবং বেশ কিছু পোড়ামাটির সামগ্রী যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুঁতি, নামাঙ্কিত সীল ও সীলমোহর রয়েছে। অস্থি ও গজদন্ত শিল্প, সোনা ও

রুপোর গয়না, দামী ও কমদামী রত্নপাথরের অজস্র পুঁতির নিদর্শন মিলেছে। প্রাপ্ত একটি রৌপ্যমুদ্রায় উৎকীর্ণ পাশাপাশি সারি বেঁধে দুজন পুরুষ, ১জন নারী, উপরে বাঁধানো চত্বরের মধ্যে বৃক্ষ ও বাঁদিকে মাকড়সা। মুদ্রার অন্যদিকে, ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের উপরে বিস্তৃতকলাপ ময়ূর - যা মৌর্যযুগের স্মারক। আরেকটি দুষ্প্রাপ্য রৌপ্যমুদ্রার উৎকীর্ণ একটি একতল সমুদ্রগামী জলযান, এর অন্যদিক শুশুকের (ডলফিন) আকারে নির্মিত।

৩) তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তরটি কুষাণ যুগের সমসাময়িক এবং স্তরটি আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। এ স্তর হতে রোমক 'রুলেটেড' (নকশা করা) পাত্রের অংশ বিশেষ; কালো অথবা অনুজ্জল লাল (mat-red) রং-এর 'অ্যামফোরা' (amphorae) বা গ্রিস দেশীয় মৃৎপাত্রের বেশ কিছু ভাঙ্গা অংশ, ছাপাঙ্কিত নকশাযুক্ত মনোরম লোহিত মৃন্ময়, ধূসর মৃৎপাত্র, অ্যাম্বারের অলঙ্কার ও পুঁতি, রুলেটেড মৃৎপাত্র এবং নিখুঁতভাবে ছাঁচে তৈরি পোড়ামাটির ক্ষুদ্র মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া, খরোষ্ঠী লেখযুক্ত ও 'শস্যবাহী জাহাজ'-এর চিত্র-সংবলিত সিলমোহর মিলেছে। এ পর্বকে খ্রিস্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে ধরা হয়।

কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের ছবি (মাথায় মুকুট, হাতে অঙ্গুরীয়, পাশে গ্রিক হরফে প্রাচীন ফার্সীতে লেখা "সাও-নানো সাও ওইসি কোষানো" অর্থাৎ, "শাহানশাহ হুবিষ্ক কুষাণ") ও ব্যবিলনীয় দেবী 'নানা'র ছবি সংবলিত স্বর্ণ মুদ্রা মিলেছে। এসময়ের তাম্রমুদ্রাগুলি চতুষ্কোণ বা গোলাকার, ত্রিচূড় পর্বত, চৈত্য, বৃক্ষ ও হাতির প্রতীকযুক্ত। নৌকা উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি এযুগের বাণিজ্যের স্মারক।

৪) চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তরটিকে গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগের বলে চিহ্নিত করা হয়। এ স্তরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সীল ও সীলমোহর, পোড়ামাটির সামগ্রী, ছাপাঙ্কিত নকশাযুক্ত ও ছাঁচে নির্মিত মৃৎপাত্র। ১৯৬৯ সালে গ্রাম 'সিংহেরাতি' থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ধনুর্ধর মূর্তি ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি সংবলিত স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। হাদিপুরে পুকুর সংস্কারকালে প্রাপ্ত কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার একটিতে গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহদৃশ্য উৎকীর্ণ।

গৃহনির্মাণের জন্য এযুগের রোদে-পোড়ানো মাটির তাল দিয়ে তৈরি বড়-বড় অসদৃশ ইট পাওয়া গেছে। এ স্তরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে ১৪ ফুটের বেশি উচুঁ 'সর্বত-ভদ্র' রীতির ইট নির্মিত বিশাল একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কোন বিশেষ দেব-দেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় ধর্মীয় এমন কোন নমুনা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে, গুপ্ত স্তর থেকে সূর্য্য দেবতার প্রতিকৃতি একটি বেলে পাথর ফলকের নিম্নাংশে পাওয়া গেছে। পঞ্চম স্তরের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই কম, এগুলি সম্ভবত পাল পর্যায়ের বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রত্নস্থল থেকে সর্বমোট ২৭২ টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।

খনা-মিহিরের ঢিপি

লঙ হার্স্ট একদা লিখেছিলেন-"Another site more promising for excavation that the fort is mound known as Varaha Mihir's house just to the north-east of the Berachampa railway station"...প্রথম দিকের ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় কাঠামোর মধ্যে রয়েছে কাঁচা মেঝে, দুর্গ, কঞ্চির বেড়া এবং রং মাখানো চিত্রেগুপ্ত আমলে পোড়া ইট ব্যবহৃত হত। চন্দ্রকেতুগড়ের উত্তরাঞ্চলে খনা-মিহিরের ধিপি নামে পরিচিত ধিপিটি বিস্তারিত খননকার্যের

শিকার হয়েছিল। কিংবদন্তি খনা, একটি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার কবি, একজন জ্যোতিষী এবং মহান গণিতবিদ বরাহ মিহির এই জায়গার সাথে যুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাদের নাম অনুসারে এই স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল খনা-মিহিরের ধিপি। এই ধিপিটি ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগগুলি দ্বারা খনন করা হয়েছিল। এই খননের ফলে একটি বহুভুজ ইটের মন্দির কমপ্লেক্স সম্ভবত গুপ্ত আমলের জানা যায়। মন্দিরটি উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে এবং উত্তর দিকের মন্দিরের সাথে একটি সদর দালান সংযুক্ত রয়েছে। ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া হ্রাসকারী দিক এবং নীচে একটি পাকা তল এছাড়াও ঘষা ইট দিয়ে রেখাযুক্ত একটি গভীর গর্ত দেখা গেছে। পোড়ামাটির তৈরি একটি ড্রেনের খবর পাওয়া গেছে। এই জায়গাটির পৃষ্ঠতল প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ। চন্দ্রকেতুগড় জাদুঘরে এ জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির একটি অংশ প্রদর্শিত হয়েছে যা স্থানীয় ব্যক্তিত্ব শ্রী দিলীপ কুমার মৈতে সংগ্রহ করেছিলেন যিনি চন্দ্রকেতুগড়ের অতীত সম্পর্কে গভীর আগ্রহী ছিলেন। সংগ্রহশালাটি শ্রেণিবদ্ধ উপায়ে চন্দ্রকেতুগড়ের সংগ্রহ প্রদর্শন করেছে। সংগ্রহগুলিতে মৃৎশিল্প, মানব মূর্তি, জপমালা, খেলনা গাড়ি, সীল, মুদ্রা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল| খনার ঢিপিটাকে গ্রামের লোকে বলত 'দমদমা'। দমদমার মানে হল উঁচু ঢিপি। শুধুমাত্র খনার ঢিপির তলায় আছে নানা ধরনের অসংখ্য প্রত্ন চিনহ। যে গুলোর বয়স গুপ্ত সময়কাল পর্যন্ত।

তবু, খনা-মিহিরের বঙ্গে আগমনের সপক্ষে কিছু বক্তব্য থেকেই যায়। দেউলিয়া ছাড়া অবিভক্ত বাংলার আর কোথাও খনা-মিহিরের বাসস্থান সম্পর্কিত কোনও জনশ্রুতি পাওয়া যায়নি। আর সবচেয়ে বড় সাক্ষী খনার প্রবচনগুলি। খনা যদি বাংলায় না-ই এসে থাকেন, তাহলে অন্য জনপদের নাগরিক হয়েও তৎকালীন গ্রাম্য বাংলাভাষায় এমন বচন তৈরি করার মত পারদর্শী হয়ে উঠলেন কী করে? বাংলার জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও চাষাবাদ সম্পর্কেই বা ওয়াকিবহাল হলেন কী করে? আমার ধারনা একসময় খনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে এবং তাই স্থানীয় মানুষ কর্তৃক রচিত প্রবচনগুলিও মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রচারিত হয় খনার রচনা হিসেবেই। এছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সত্যিই দুরহ।

চিত্র ২- খনা-মিহিরের ঢিপি

স্থানের প্রাসঙ্গিকতা

চন্দ্রকেতুগড় অধুনা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পোড়ামাটির সমাবেশকে উপস্থাপন করে।জায়গাটি থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটার উপকরণগুলি বর্তমানে বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলিতে রাখা হয়েছে।রায়চৌধুরী কর্তৃক উদ্ধৃত অনন্য পোড়ামাটির ফলক চিত্রগুলিতে মাকে বিভিন্নভাবে অদিতি উত্তনাপদ বা লজ্জা গৌরী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।যদিও মাথার

একপাশে অস্ত্র হিসাবে পাঁচটি চুলের পিনযুক্ত মহিলা মূর্তি বিভিন্ন গঙ্গা উপত্যকা যেমন মথুরা, কৌসাম্বী, বৈশালি ইত্যাদি থেকে পাওয়া গেছে তবে তাদের মাথার দুপাশে পাঁচ বা ছয়টি হেয়ারপিন থাকা অনুরূপ চিত্র চন্দ্রকেতুগড়ায় অনন্য।গৌড়শঙ্কর দে (২০০৩) স্বর্গ, পদ্ম, চক্র ইত্যাদির মতো শিল্পকর্মের বিভিন্নতা বৈদিক চিহ্ন সহকারে বর্ণনা করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছিল।অন্যানন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল ফলকগুলিতে জনপ্রিয় গল্প বা বর্ণনার চিত্র, বিভিন্ন চাকাযুক্ত প্রাণীর চিত্র, ডানাযুক্ত চিত্র এবং পুরুষ এবং মহিলা উভয় ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ধরণের মাথার পাগড়ি|শৈলীগত ও বিষয়ভিত্তিক ভিত্তিতে এই পোড়ামাটিগুলি উত্তর ভারতীয় জায়গাগুলি যেমন কৌসম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতির সাথে তুলনামূলক এবং এটির তমলুক থেকে প্রাপ্ত ফলকগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখায়। রোমান বর্ম এবং একটি সৈনিকের আত্মরক্ষার চিত্রিত একটি ফলক রোমানের প্রভাবকে নির্দেশ করে।চন্দ্রকেতুগড় থেকে পেঁচার গাড়ীর উপস্থিতি গ্রীক যোগাযোগের ইঙ্গিত হিসাবে পরিবেশন করা যেতে পারে কারণ পেঁচা, দেবী অ্যাথেনা এবং সাত্তার (২০০৪-২০০৫) এর প্রতীক। পোড়ামাটির সীলমোহরের একটি উদাহরণ থেকে জানা যায় যে ইন্দো-গ্রীক এবং বেক্ট্রিয়ান মুদ্রায় নগ্ন পুরুষ ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করা হয়েছে । ডি এবং ডি (২০০৪) যুক্তি দিয়েছিলেন যে চন্দ্রকেতুগড়ের সাথে বিদেশি যোগাযোগগুলি সম্ভবত পরোক্ষ ছিল কারণ জায়গাটি থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও রোমান মুদ্রার খবর পাওয়া যায়নি।এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে চন্দ্রকেতুগড় টেরাকোটা থেকে চূড়ান্ত কালানুক্রম আঁকানো কঠিন কারণ চক্রবর্তী মহাশয় (২০০০) উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্রকেতুগড়ের সাথে কুশান টেরাকোটার কোন যোগাযোগ নেই বরং স্থানটি শুঙ্গ পোড়ামাটির কিছুটা বিকশিত রূপকে উপস্থাপন করে।

চিত্র ৩- শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির নিদর্শন

সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ

ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং ধ্বংসাবশেষের সংরক্ষণ ও সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ এবং ধ্বংসস্তূপগুলির সংস্কার তাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই রকম সমস্ত ঐতিহাসিক জায়গার রাজকীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় লোকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

- চন্দ্রকেতুগড় জায়গাটি একসময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জড়িত ছিল কিন্তু এখন দর্শনার্থীরা কিছু সবুজ ঢিপি দেখতে পাবে, যা এই স্থান রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কতটা পরিত্যকত্ত অবহেলিত তা প্রতিফলন করে, তাই ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (এএসআই) চন্দ্রকেতুগড়ের যথাযথ যত্ন নেওয়ার কথা জানিয়েছে।
- ঐতিহ্যবাহী জায়গার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মীদের অভাব। সুতরাং, সরকারকে চন্দ্রকেতুগড়ে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা উচিত।
- চন্দ্রকেতুগড় বেঙ্গলের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যস্থান যা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা উচিত।
- সরকারের অবহেলার কারণে মূল প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র যা চন্দ্রকেতুগড় থেকে খননকারযের ফলে পাওয়া গিয়েছিল তার অনেক কিছুই নিখোঁজ হয়ে যায় তাই সরকার কর্তৃক যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত এবং জায়গাটির সুরক্ষা বাড়ানো উচিত।
- পর্যটন কারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকারের উচিত একটি বিস্তৃত আইন প্রণয়ন করা, যাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়।

এই পদক্ষেপগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতভাবে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহি ইতিহাস সমৃদ্ধ জায়গাগুলির সংরক্ষণে সাহায্য করবে।

চিত্র ৪- চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা

উপসংহার

চন্দ্রকেতুগড় পশ্চিমবঙ্গের একটি অতিপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। জায়গাটি প্রায় তৃতীয় শতাব্দী খ্রিস্টপূর্বের। মুঘল আসার আগে থেকেই এই স্থানটি বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। অনেক আন্তরজাতিয় এবং জাতীয় তথ্য খোঁজার পর সুপ্রাচীন এই স্থান সম্বন্ধে গুরুত্ব বোঝা যায়। একটি রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক বিকাশ কর্মসংস্থান এবং পর্যটন থেকে বৈদেশিক

মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ হারাতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন খাতের পরিচালনার পদ্ধতিগুলির অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন পণ্য বিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে অভিনব কৌশল অর্জনের মাধ্যমে পর্যটনকে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের অগ্রাধিকারটি সংস্কৃতি ও নাগরিক সরকারকে উপাদান হিসাবে সংশ্লেষ করা উচিত, সংস্কৃতি পর্যটনকে কেবল পর্যটন হিসাবে না নিয়ে। দারিদ্র্য উন্মুক্ত করা, আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, নারী ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশকে ক্ষমতায়ন করা, নতুন দক্ষতা তৈরি করা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার সম্মুখীন হওয়া উচিত। চন্দ্রকেতুগড়ের মতো প্রাচীন সভ্যতার নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে এবং এই স্থানের অতি সতর্কতা নিতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. মৈতে, ডি.কে. (২০১৬). *চন্দ্রকেতুগড়* (৩য় প্রকাশ). বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতঃ শিবানী মৈতে.

২. Das, S. & Srivastava, T. (July, 2019). *The Heritage of Chandraketugarh:A Report.* St. Stephen's College, Delhi, India. Retrieved from https://www.academia.edu/39881764/The_Heritage_of_Chandraketugarh_A_Report

৩. Haque, E. (2001). *Chandraketugarh: A Treasure House of Bengal Terracottas* (1st Ed.). Dhaka, Bangladesh: The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh.

৪. Bhattacharyya, T. (28th March, 2018). *'Kata Prachin Ei Chandraketugarh?'.* The Article Published in Bangadarshan Paper. Retrieved from https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/how-old-this-chandraketugarh

৫. বসু, বি. (২০১৪). *খনা মিহিরের ঢিপি* (১ম সংস্করণ). কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতঃ আনন্দ পাবলিশার্স.

৬. Bhattacharyya, T. (30th November,2017). *'Khana-Mihirer Dhipi'.* The Article Published in Bangadarshan Paper. Retrieved from https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/khana-mihir-s-tomb